দৈনিক বাংলা

তারিখ ...11 DEC 1984
পৃষ্ঠা... ৫ ...কলাম... ১...

12

ছাত্রীদের আবাসিক সমস্যা

আবাসিক হলগুলিতে সীটের স্বল্পতার দরুণ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের ভীষণ অসুবিধা হচ্ছে, অনেককে বাদ দিতে হচ্ছে লেখাপড়া। পত্রিকান্তরে প্রকাশিত এক খবরে বলা হয়েছে যে, ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় চার হাজার ছাত্রীর জন্য মন্নুজান হলে ৫৯৯টি, রোকেয়া হলে ৭১২টি এবং তাপসী রাবেয়া হলে ৩৪০টি সীট রয়েছে। বাকি প্রায় আড়াই হাজার ছাত্রী আবাসিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত।

আমাদের অনগ্রসর ও গরীব দেশে শিক্ষিতের হার খুবই কম। এর মধ্যে আবার নারী শিক্ষিতের সংখ্যা অতি নগণ্য। নারী শিক্ষিতের হারের এই স্বল্পতার জন্য দারিদ্র্যের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার অভাবও একটি বড় কারণ। বালিকা বিদ্যালয় ও মহিলা কলেজ বেশি নেই। যে সামান্য কটি আছে, সেগুলিও শহরেই অবস্থিত। এসব শিক্ষায়তনে হোস্টেলের সুবিধা খুবই সীমিত বলে গ্রামাঞ্চলের মেয়েরা ইচ্ছা ও মেধা থাকলেও স্কুল-কলেজে পড়তে পারছে না।

দেশের উন্নয়নে, সমাজের প্রগতিতে নারী শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। সবারই বিশ্বাস একজন শিক্ষিত মায়ের সন্তানেরা নিশ্চিতভাবেই শিক্ষিত হয়ে থাকে।

আমাদের দেশ ও সমাজ উন্নয়নকামী। দারিদ্র ও অনগ্রসরতার অভিশাপ মোচনের জন্য দ্রুত জাতীয় অর্থনৈতিক অগ্রগতি আবশ্যক। আর এর জন্য চাই সামাজিক বিপ্লবের উপযোগী মানসিকতা, উন্নতির হাতিয়ার শিক্ষিত জনশক্তি। শিক্ষা বিশেষত স্ত্রী শিক্ষার দ্রুত প্রসারের মাধ্যমেই এই দুই সম্পদ অর্জন করা যায়। তাই জাতির বৃহত্তর স্বার্থেই শিক্ষার আলোকে অজ্ঞতার অন্ধকার দূর করা, দেশের প্রতিটি অংশ আলোকিত করে তোলা একান্ত জরুরী। দেশে যত বেশি সম্ভব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে, বাড়াতে হবে আবাসিক সুযোগ-সুবিধা। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েও ছাত্রী হলের সংখ্যা বাড়াবার কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। মনে রাখা দরকার যে, কিছুসংখ্যক ছেলে জায়গীর থেকে কোনমতে লেখাপড়া চালিয়ে যেতে পারে। কিন্তু ছাত্রীদের পক্ষে এটা সম্ভব নয়। হল-হোস্টেলের সুবিধা থাকলেই তারা লেখাপড়া করতে পারে। দেশে ছাত্রী নিবাস বাড়ুক, এই আমাদের কাম্য।